Remove Watermark Wondershare PDFelement

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ একটি প্রস্তাবনা

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা এমন একটি অনুশীলন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেহমনের বিকাশ ঘটে, চরিত্র ও দক্ষতার, উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। বিভিন্ন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যও বিভিন্ন হবে। লক্ষ্যবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা জাতি গঠনের পরিবর্তে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

সমাজ নেতৃত্বকে পূর্বাহ্নেই নির্ধারন করতে হবে যে তাঁর জাতি কি হিসেবে দুনিয়ায় পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই জাতির জন্য প্রণয়ন করতে হবে।

আমাদের জাতির পরিচয় কী ? কী হিসেবে আমরা পৃথিবীতে নিজেদেরকে পরিচিত করতে চাই, প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। দু'দু'বার বিদেশি শক্তি বিতাড়নের পর আমরা নিঃসন্দেহে স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দেবার অধিকার রাখি। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন মুসলমান। তাহলে আমরা অবশ্যই স্বাধীন মুসলিম জাতি। গত অর্ধ শতাব্দীর ঘটনাবলী ও কয়েখ লক্ষ মুসলমানের রক্ত দানের মাধ্যমে এ কথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

একটি জাতি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, কমবেশী আমাদের সে সব যোগ্যতাই রয়েছে। ইংরেজ শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, আমরা যেমন ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি, তেমনি স্বাধীনতার জন্যও অকাতরে জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করিনা। সুতরাং একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা' গ্রহণ করতে এ জাতির দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। এ জন্য সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করা জরুরী, তা' হল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একটি স্বাধীন জাতির চিন্তাধারা, রুচিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও যোগ্যতা পরাধীন জাতি থেকে স্বতন্ত্র হবে। আর মানুষের এসব ফেকাল্টি শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে উঠে। এ কারণেই স্বাধীন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই পরাধীন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র হবে। একই ভাবে ধর্মভিত্তিক জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও ধরণ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। অর্ধ জাহানের সাম্রাজ্য পরিচালনার পর্যাপ্ত জনশক্তি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ছিলনা। কাজেই উপনিবেশবাসীদের মধ্য থেকেই তাদের আজ্ঞাবহ রাজকর্মকর্তা ও রাজ কর্মচারী সৃষ্টি করতে হয়েছিল। এ লক্ষ্যেই উপনিবেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী জনশক্তি তৈরী করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। তারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। পাশপাশি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দাবীতে তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু রাখে। ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য বহুবিধ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়, অথচ ধর্মীয় শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য কোনরূপ কর্ম সুযোগ ছিলনা। ক্রমশঃ মেধাবী ছাত্রগণ ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। একান্তই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কিংবা পরকালীন জবাবদিহির ভয়ে অথবা সওয়াবের আশায় অভিভাবকগণ সাধারণতঃ মেধাহীন সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতেন। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষিতরা কর্মক্ষেত্রে তথা জনগণের নিকট যোগ্য ও দক্ষ এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতরা অযোগ্য অথর্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে উঠে। ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্তদের মধ্য হতে আই.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে এক শ্রেণির উচ্চতর ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজ কর্মকর্তা সৃষ্টির নামে একগোষ্ঠি 'রাজপুত্র' সৃষ্টি করে দেশীয়দেরকে শাসনের নামে নিস্পেষণের সুযোগ করে দেয়।

কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আই.সি.এস' দের ক্ষমতা ও এখতেয়ারের অনুরূপই রয়ে গেছে।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

একটি স্বাধীন জাতির জন্য এটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার। অন্যদিকে শুধুমাত্র কর্মকর্তা ও কর্মচারী তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে বিভিন্ন আকার আকৃতিতে প্রলেপ দেওয়া অপরিবর্তিত অবস্থায় চালু রয়েছে। অথচ একটি দেশের বিশেষ ধরনের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে সীমিত। এদিকে প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে অসংখ্য যুবক ডিগ্রী নিয়ে বের হয়ে আসছে। ফলে বেকারত্বের মহা অভিশাপ আজ জাতিকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বের হয়ে আসা উচ্চ ডিগ্রীধারী একজন যুবক জানেন না, তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে কি হলেন, কি কাজ জানেন, কিংবা তাঁর জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? কর্মসন্ধানে বের হলে তখন তিনি সর্বত্র কেবল হতাশা দেখতে পান। একটি যুবক দীর্ঘ সময় লেখা পড়া করার পর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে যখন কর্মসংস্থানে নিরাশ হন, তখন তার তারুণ্য বক্র ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। তারই ফলে আজ আমাদের সমাজ জীবনে হাজারো অপকর্মের শিকার হয়েছে, যার বিষবাষ্পে জনজীবন চরম ভাবে বিপর্যস্ত। আজ আমাদের সমাজে না নিরাপদে চলা ফেরা করা যায়, না নিশ্চিন্তে রাত্রে ঘুমানো যায়। সন্তান সন্ততির ভবিষ্যত চিন্তায় পিতামাতার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। তাই আজ আমাদেরকে গোড়া থেকেই ভাবতে হচ্ছে। আমরা মনে করি, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই এজন্য দায়ী এবং যদি কেউ এ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান তবে তাকে প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা করতে হবে। একটি স্বাধীন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হবে- এ প্রশ্নের জবাবে আমরা যা বুঝি তা হলো, শিক্ষার বদৌলতে স্বাধীন জাতির প্রতিটি নাগরিক দায়িত্বশীল কর্মমূখী, সৃজনশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন। নিজ দেশের উন্নতি, তাদেরই উন্নতি, এদেশের অবনতি তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অবনতি। পৃথিবীর বুকে উন্নতির প্রতিযোগিতায় অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে আমাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রতিযোগিতায় হারজিত সমভাবে প্রতিটি নাগরিককেই প্রভাবিত করবে।

তাই স্বাধীন দেশের নাগরিকগণ 'টিম স্পিরিট' নিয়ে গড়ে উঠবে। তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ততা ও স্বক্রিয়তা গড়ে তুলতে হবে। রাজ কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী হওয়া তাদের জীবনোদ্দেশ্য হবেনা; স্বয়ং রাজার যোগ্যতা অর্জন করে রাজ্য পরিচালনায় রাজার সাহস ও স্বাধীন মানসিকতা নিয়ে নিজ দায়িত্বে জাতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিজেই চিন্তাভাবনা ও পরিচালনা করার যোগ্যতা এবং জনগণের মাঝে সে স্পৃহা জাগিয়ে তোলাই তাদের জীবনোদ্দেশ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কেউ কেউ মনে করতে পারেন, জাতি উচ্ছন্নে যাক, আমার তাতে কি আসে যায়? আমি নিজে যদি উচ্চ শিক্ষিত, সম্পদশালী হয়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, আমার জন্য তাই যথেষ্ট।

আমাদের বহু প্রতাপশালী ব্যক্তি বিদেশে আত্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত; সেখানে নিজের জাতীয় পরিচয় গোপন করে হলেও ব্যক্তি কৃতিত্ব দিয়ে সম্মানিত হতে চান। বস্তুতঃপক্ষে এরূপ চিন্তা আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। কারণ হাজার চেষ্টা করেও যেমন কাক ময়ুর হতে পারেনা, তেমনি একজন বাংলাদেশীও অন্য জাতিতে রূপান্তরিত হতে পারেন না কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর জীবন সাধনা দিয়ে এর প্রমাণ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। বর্তমানে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অবস্থা পর্যবেক্ষনেও তার জ্বলন্ত প্রমান মেলে। আমাদের দেশের মর্যাদা যতক্ষণ বৃদ্ধি না পাবে, ততক্ষণ আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যতই করিৎকর্মা হই না কেন দেশের গ্লানি আমাদেরকে বইতেই হবে। যেসব উচ্চ শিক্ষিত বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ভ্রমন করেন, তারা এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারেবেন। কাজেই আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে জাতির উন্নতির চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার বুকে যখন আমাদের দেশ ও জাতি সম্মানিত হবে. তখন আমরাও সর্বত্র সম্মানিত হব।

তাই আমাদের শিক্ষায় এমন ব্যবস্থাপনা থাকবে যাতে প্রতিটি নাগরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এমন চেতনা নিয়ে বের হবে যে, তারা কাজ করবেন জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে, যার পার্শ্ব-উৎপাদন (By-Product) দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করবেন। শুধুমাত্র জীবিকার্জনই কাজের চেতনা ও লক্ষ্য হবেনা,লক্ষ্য হবে জাতির মধ্যে অবদান রাখা।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

জাতিকে দেওয়ার চেতনাই মুখ্য হবে, পাওয়ার নয়। মোদ্দাকথা, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই গ্রহণ করে বের হবে। শুরুতে হয়ত কাজটি কঠিণ ও অসম্ভব মনে হতে পারে, তবে যথাযোগ্য মানসিকতা ও অনুশীলনের উপযুক্ত পরিবেশের সমন্বয়ে এ পদক্ষেপ জাতির মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার করবে।

আমাদের দেশের ভূখন্ড ছোট, জনসংখ্যা বেশী। প্রাকৃতিক সম্পদ কম, কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনা দিন দিন কমছে বৈ বাড়ছে না। দেশটির তিন দিকেই বৈরী ভাবাপন্ন প্রতিবেশী বেষ্টিত, একদিকে সাগর। অতি নিকটে কিংবা সীমান্তে সমমনা কোন দেশ বা জাতির অবস্থানও নেই। গ্রীন-হাউজ-এফেক্ট (Green House Effect) এর আশু ভয়াবহতা সম্পর্কেও আমরা অবগত। এসব দিককে সামনে রেখেই আমাদের জাতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর আলোকে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়ন উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে আমাদের মতে আমাদের জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী নিম্নরূপ হওয়া উচিত।

১। আমাদের মৌল বিশ্বাস দুনিয়ার সমস্ত শক্তিকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়। এটা স্বাধীনতার এক বিপ্লবী ঘোষনা। এ কালিমায় বিশ্বাসী জাতি পরাধীন হতে পারে না। আমাদের জন্য দুনিয়া কর্মক্ষেত্র স্বরূপ (মাযরাআত)। আমরা এ দুনিয়ায় কাজ করবো, পরকালে ফসল ভোগ করবো। এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী জাতি কখনই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, লোভলালসা, কিংবা ভয়ভীতি দ্বারা প্রভাহিত হতে পারেনা। দুনিয়ায় কার্যক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য সীমাবদ্ধ প্রয়োজন অনুসন্ধান ও আস্বাদন দ্বীনি কার্যের সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। শর্ত হলো দুনিয়াবী প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে পারলৌকিক পরিনাম যেন ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশ যে জাতি পদদলিত করতে পারে, সব ধরনের কল্যাণ ও উন্নতি তার পদতলে ভূলুণ্ঠিত হবেই এ মর্মে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ভাষায় যে-

নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে তা’ নিম্নরূপ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَ بَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ -

“হে মুমিনগণ। আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদিগকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। এবং (তিনি দান করবেন) আরো একটি অনুগ্রহ ঃ যা তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।”

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে যুগপৎ দুনিয়ায় আসন্ন বিজয় ও পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

২। আমরা সমতা ভিত্তিক বন্ধুত্বকে সম্বর্ধনা জানাই, অধীনতা মূলক মিত্রতাকে ঘৃণা করি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য এবং সামরিক নিরপেক্ষতা আমাদের জাতীয় নীতি হবে । পারত পক্ষে কোনরূপ রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্বে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। দু’ দু’বার দুটো মহাযুদ্ধে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে জাপান ও জার্মানীর বর্তমান গৃহীত নীতি এক্ষেত্রে অনুধাবনীয়।

৩। ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে সর্বোপরি রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং পরনির্ভরশীলতা ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতে হবে।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

৪। আমাদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৫। "জনসংখ্যা একটি বোঝা নয়, বরং একটি সম্ভাবনাময় শক্তি, একটি মূল্যবান সম্পদ" প্রতিটি হস্তকে প্রশিক্ষন দিয়ে যন্ত্রে পরিণত করার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করতে হবে।

৬। "বৃহৎশক্তি প্রতিবেশী ছোট শক্তিকে সবসময় আত্মস্থ করতে পারে না- "একথা শিক্ষা জীবনে শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই একটি সাহসী দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন দুর্জয় জাতির নাগরিক হবার শিক্ষা পাবে। শিক্ষক মন্ডলীর চরিত্র থেকে বাস্তব অনুশীলনের নমুনা দেখে তাদের জীবন বৈশিষ্ট্যে স্থাপিত হবে এ বিশ্বাস।

৭। "পেশা-পদ-বংশ-বর্ণ-কাজের স্তর ও ধরণ নয়" একমাত্র খোদাভীতি, কর্মস্পৃহা ও মানবতাই মানুষের সম্মানের তারতম্য নির্ধারণ করবে। তার বাস্তব অনুশীলন ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৮। 'শ্রম মানুষের মর্যাদা বাড়ায় বৈ কমায় না, এর বাস্তব অনুশীলন শিক্ষা জীবনেই চালাতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক-অর্থনৈতিক মান-মর্যাদা যাই হউক, নিজ হাতে নিজের কাজ করার মানসিকতা ছাত্রজীবনে বাস্তব ট্রেনিংয়ের দ্বারা গড়ে তুলতে হবে। শ্রমজীবীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কায়িক শ্রম মর্যাদার হানিকর নয়, বরং কাউকে অযথা খাটানো লজ্জাকর- এ মানসিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেই অর্জন করতে হবে। একটি খেলার মাঠের প্রতিটি অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ। সবার পারস্পরিক দায়িত্ব ও সহযোগিতাই বিজয় আনয়ন করে। জাতির প্রতিটি নাগরিককেও স্ব-স্ব অবস্থানে তদানুরূপ গুরুত্ব সহকারে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার মাধ্যমে জাতিরূপ টিমকে বিজয়মাল্য পরাতে পারে। পক্ষান্তরে কর্মগত অবস্থানের কারণে সম্মানের অযথা তারতম্য প্রদর্শন জাতীয় কর্মচেতনাকে বিপর্যস্ত করে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৯। দেশপ্রেম ও জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি ইচ্ছা ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে স্থান দেওয়ার অনুশীলন প্রত্যেকের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত করতে হবে।

১০। সৎ নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও খোদাভীরু, আমানতদার নাগরিক গড়ার প্রাধান্য থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে ।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব অর্থে চরিতার্থ করতে সক্ষম এমন একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রনয়ণ করতে হবে। নিম্নে আমরা এ লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি খসড়া প্রস্তাবনা রাখতে চাই। দেশের সুধীমন্ডলী এ প্রস্তাবনার উপর স্ব-স্ব পর্যালোচনা পেশ করে একটি পর্ণাঙ্গ ও উত্তম জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ রেখা দাঁড় করাতে সক্ষম হবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা তিনটি স্তরে বিন্যাস করতে চাই । প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তর। প্রতিটি স্তরের স্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকবে। একটি স্তর সমাপ্তির পর যদি কোন ছাত্র পরবর্তী স্তরে অধ্যয়নে অগ্রসর হতে না পারে, তবে তাকে বৃত্তি মূলক শিক্ষার মাধ্যমে যেকোন একটি কাজ শিখিয়ে উক্ত পেশায় কর্মরত রাখা হবে যতক্ষন না তার বয়স ১৭ বছর হবে। অতঃপর বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষন (অন্ততঃ এক বৎসর) প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের শ্রম পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের শ্রম উপযোগী (Labour utility) সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। একই দপ্তরের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রম প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে শ্রমের অপব্যবহার না হয় এবং কেউ বেকার না থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন যা' স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সার্বজনীন বাধ্যতামূলক হতে হবে। জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার জন্য যে কোন অবস্থায় অবশ্যই তা কার্যকরী করতে হবে। জাতির উন্নতির সর্বপ্রথম শর্ত গণ পর্যায়ে অক্ষরজ্ঞান। যত কঠিনই হউক, সরকার ও জনগণের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতায় তা করা সম্ভব হয়ে উঠবে। বহু প্রতিভা নিভৃতে অজান্তে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হলে এসব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে, যা সঠিক সহযোগিতায় দেশের বড় সম্পদে পরিণত হতে পারবে।

দেশের সবাইকে অক্ষরজ্ঞান লাভ করতেই হবে। সবাইকেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। তাই প্রথম স্তরে পাশ নম্বর শতকরা ৩০%,

Remove Watermark Wondershare PDFelement

মাধ্যমিক স্তরে ৪০% এবং উচ্চতর স্তরে ৫০%। প্রাথমিক স্তরে ৩০% নম্বর পেয়ে পাশ করলেও, মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির দরখাস্ত করতে কমপক্ষে ৪০% নম্বর পেতে হবে। একইরূপে ৪০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক স্তরে পাশ করলেও উচ্চতর স্তরে ভর্তির দরখাস্ত করতে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে।

প্রাথমিক স্তর ভিন্ন অন্য প্রতি স্তরে ভর্তির দরখাস্তের পর লিখিত ও মৌখিক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তি হতে পারবে। এসব কড়াকড়ির লক্ষ্য হলো কেবলমাত্র সম্ভাবনাময়ী ছাত্ররাই উঁচু স্তরে পড়ার সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করা। নিম্ন মানের ছাত্রদের উঁচু স্তরে ভর্তি করিয়ে সময় ও শক্তির অপচয় না ঘটানো। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছার যোগ্যতা নিঃসন্দেহে সীমিত সংখ্যক ছাত্রের থাকবে। তারপরও সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রগণ জাতীয় সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে জাতীয় প্রয়োজন অনুপাতে (শিক্ষক, কুটনীতিক, উচু স্তরের সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক ইত্যাদি) বিশ্ববিদ্যালয়ে একান্ত সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ব্যবস্থা থাকবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা ব্যয় হ্রাস পাবে, যার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে প্রাথমিক ও কারীগরি শিক্ষা ব্যয় সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষা যেমন সম্পদ, সময়, শক্তি ও কর্মোদ্দমের অপচয়, তেমনি সামাজিক বেকারত্ব অপকর্ম ও অপরাধ বিস্তারে সহায়ক। এভাবে উদ্দেশ্যহীন জাতীয় শক্তির অপব্যয় ও অবক্ষয় হতে দেওয়া উচিত নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

এ স্তরের শিক্ষা বর্তমান প্রচলিত ৬ষ্ঠ শ্রেণির মানের হবে। অর্থাৎ এ স্তরে পাঠ্যক্রমকে এমন ভাবে পুণর্বিন্যাস করতে হবে যাতে করে বর্তমানের ৬ষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাস সম্পন্ন করা যায়। এ স্তরের শেষ পরীক্ষা ৫ম বৎসরে হবে। এটা সরকারী সনদ প্রাপ্ত হবে। প্রবেশন বা Carry on পদ্ধতিতে ছাত্রদের এগিয়ে নিতে হবে। কোন ক্লাসেই ছেলে মেয়েদেরকে আটকিয়ে রাখা হবে না। অনুত্তীর্ণ বিষয় নিয়েই পরবর্তী শ্রেণিতে উঠবে। এভাবে শেষ শ্রেণিতে (৫ম) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে, সেটা সরকারী পরীক্ষা হবে এবং ৩ মাস পর পর পরীক্ষা দিয়ে অনুত্তীর্ণ বিষয়গুলি পাস করিয়ে নিতে হবে। মোটকথা কেউ ফেল করে বের হবে না। যত বারেই হউক সব বিষয় পাস করে সনদপত্র নিতে হবে।

পঠিতব্য বিষয়

১। বাংলা	ঃ- ১ম শ্রেণিতে শুরু হবে।
২। অঙ্ক	ঃ- ১ম শ্রেণিতে শুরু হবে।
৩। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	ঃ- ১ম শ্রেণিতে শুরু হবে।
৪। ইংরেজী	ঃ- ২য় শ্রেণিতে শুরু হবে।
৫। সমাজ বিদ্যা	ঃ- (ক) ইতিহাস (খ) ভূগোল (গ) পরিবেশ পরিচিতি ৩য় শ্রেণিতে শুরু হবে।
৬। সাধারণ জ্ঞান	ঃ- ২য় শ্রেণিতে শুরু হবে।
৭। ধর্ম ও নীতিবিদ্যা	ঃ-
(ক) মক্তবের শিক্ষা	ঃ- সূরা, দোয়া, কালিমা ইত্যাদি ১ম শ্রেণি হতে
(খ) কুরআন	ঃ- কারীয়ানা সহ তেলাওয়াত ২য় শ্রেণি হতে
(গ) মাসায়েল	ঃ- অজু-গোসল-পবিত্রতা-নামাজ ইত্যাদি ২য় শ্রেণি হতে
(ঘ) অন্য যে কোন ধর্ম শিক্ষা	ঃ- ১ম শ্রেণি হতে
(ঙ) নীতিবিদ্যা	ঃ- আদব কায়দা, সুন্দর আচরণ ১ম শ্রেণি হতে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য
৮। আরবী ভাষা	ঃ- তৃতীয় শ্রেণী/২য় শ্রেণী হতে
৯। শ্রমশিক্ষা (Occupation)	(ক) খেলাধুলা ঃ- ১ম শ্রেণী হতে। (খ) প্রাত্যহিক গৃহ কর্ম ঃ- ঘর ঝাড়ু দেয়া, ঘর গোছানো, ইত্যাদি মায়ের সর্ববিধ কাজের অনুশীলন- ২য় শ্রেণি হতে (গ) পেশাগত ঃ- বাপের কাজের পরিচয় লাভ, বিভিন্ন পেশার কাজ, কারিগরি, কৃষি, ইত্যাদি দেখার মাধ্যমে এসব কাজের কোন একটির প্রতি নিজের আগ্রহ সৃষ্টি করা- ৩য় শ্রেণী হতে।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

(ঘ) সামরিক ট্রেনিং ঃ- শৃঙ্খলাবোধ, আদেশ মান্যতা, দৈহিক কসরত, লক্ষ্য নির্ধারণ (Aiming) কুস্তি ইত্যাদি- ৫ম শ্রেণী হতে।

১০। অংকন ঃ- ১ম শ্রেণি হতে

১১। জীবন দর্শন ঃ- মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস, কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, পরিণতি ইত্যাদি জীবন জিজ্ঞাসার একান্ত প্রাথমিক জ্ঞান- ৫ম শ্রেণী হতে

ভূমিকায় আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে এসব বিষয় পাঠ্যসূচীতে রাখা প্রয়োজন মনে করি। প্রশ্ন উঠতে পারে এমন ছোট ছাত্র ছাত্রীদের এত গুলি বিষয় পড়ানো সম্ভব কি না? এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো প্রতিদিন প্রত্যেকটি বিষয় রুটিনে থাকবে না। প্রতিদিন ৪ থেকে ৬টি বিষয় শ্রেণীভেদে অধিত হবে। এসব বিষয়গুলি সম্পর্কে একান্ত মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞানই দেয়া হবে যার পরিমান খুব কম হবে যা এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ত্ব করা অসম্ভব হবে না। সুনির্দিষ্ট আলোচনায় ও নমুনা স্থাপন করার মাধ্যমে ব্যাপারটিকে বোধগম্য করে তোলা সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। উদাহরণ স্বরূপ; সাধারণ জ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে দেশ, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, আবিষ্কার ইত্যাদি ১০টি বিষয় ঠিক করে নিতে হবে প্রতি শ্রেণিতে যে কোন দুইটি বিষয় ভাগ করে নিতে হবে; এ দুইটি বিষয়ে প্রত্যেকটির উপর বড়জোর ৫টি প্রশ্ন শিখানো হবে। তাতে একটি শ্রেণিতে এক বৎসরে ১০টি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর শিখবে, তাতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০/৬০টি প্রশ্নাত্তর শিখবে। এভাবে উচ্চতর শ্রেণিতে প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এভাবে ধাপে ধাপে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। এমনিভাবে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রত্যেকটি বিষয় সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পূর্বাহ্নে নোট করে ক্লাসে শিখানোর প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। গতানুগতিক বই পড়ানোর ধারণাকে মেনে নেয়া হবে না।

গতানুগতিক পরীক্ষার পদ্ধতিও চলবে না। একান্তই সরকারী পরীক্ষার বিষয়াবলীকে প্রচলিত ধারায় বেশী সময় দিয়ে ছাত্র ছাত্রীকে প্রস্তুত করাতে হবে, যতদিন না জাতি এজাতীয় একটি বিপ্লবী শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের জন্য গ্রহণ করে। আমাদেরকে তাত্বিকতা থেকে প্রয়োগিকতাকে অবশ্যই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যেতে হবে। আমরা প্রথমে নিজেদের চেষ্টায় একটি স্কুলে এর নমুনা স্থাপন করতঃ সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্ঠা করব; স্বাধীন চেতনা ও স্পৃহা সম্পন্ন সরকার যদি কোন দিন এ জাতি গড়তে পারে, তবে এ কাজ বাস্তবায়ন যেমন সহজ হবে তেমনি জাতির জন্য প্রভুত কল্যাণ বয়ে আনবে।

চরিত্র গঠন শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হবে। তৃতীয় শ্রেণি হতে ছাত্র ছাত্রীগণ স্বতন্ত্র ভাবে পড়ালেখা করবে। স্বতন্ত্র জামাতে নামাজ আদায় করবে। অধিকন্তু কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে প্রায় সব বিষয়ের পুস্তকাবলী পুনঃসংস্করন- সংকলন ও সম্পাদনা করা হবে।

উপরে উল্লেখিত ৪০% নম্বরধারীগণ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হবে। যারা মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে আসবে না বা পারবে না, তারা অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে কোন না কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করে পারদর্শিতার সহিত স্ব স্ব পেশায় উন্নতমানের কর্ম সম্পাদন করবে। এমন কি কৃষি কাজ, মৎস চাষ ইত্যাদি গতানুগতিক সাধারণ কাজগুলির জন্যও এ বক্তব্য প্রযোজ্য। তাতে উৎপাদনের মান ও পরিমান বৃদ্ধি পাবে।

মাধ্যমিক স্তর

এ স্তরের সময়সীমা ৫ বৎসর। পাঠ্যমান বর্তমানের ৭ম শ্রেণি হতে ১২শ মানের হবে। এটাকে সাধারণ Diploma বলা যেতে পারে। তারপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা টেকনিকেল লাইনের পড়া শুরু হবে। পাঠ্য বিষয়ের সংস্করণ, সংকলন ও সম্পাদনা দ্বারা পূণরাবৃত্তি পরিহার করলে এটা সম্ভব হবে।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

পঠিতব্য বিষয়

১। বাংলা		২০০ নম্বর
২। আরবী ভাষা		১০০ ”
৩। ইংরেজী ভাষা		১০০ ”
৪। অংক শাস্ত্র (পাটি গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি)		১০০ ”
৫। ইতিহাস-ভূগোল ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে পাঠ সম্পন্ন		১০০ ”
৬। শ্রমশিক্ষা ঃ Sport & Games (খেলাধুলা)		১০০ ”
	অফিসিয়াল কাজ	
	টাইপ, শর্টহ্যান্ড, কম্পিউটার	

যে কোন একটি পেশায় নিয়মিত শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা, হস্তলিপি, ইত্যাদি।

৭। ধর্মশিক্ষা	কুরআন ঃ	১০০ ”
	হাদিস ঃ	
	মাসায়েল ঃ	
	নীতিবিদ্যা ঃ	
৮। মানবিক গ্রুপ	পৌর বিজ্ঞান	১০০ ”
	অর্থনীতি	১০০ ”
	দর্শন	১০০ ”
৯। বিজ্ঞান গ্রুপ	পদার্থ	১০০ ”
	রসায়ন	১০০ ”
	প্রশাসন	১০০ ”
১০।বাণিজ্যিক গ্রুপ	হিসাব	
	ব্যবস্থাপনা	১০০”
	প্রশাসন	১০০”

উল্লেখ্য ৮ম, ৯ম ও ১০ম গ্রুপগুলির যে কোন একটি পঠিতব্য

আরবী ভাষার অন্তর্ভুক্তিতে হয়ত বা কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি দিক সুধীমন্ডলীর বিবেচনার জন্য পেশ করতে চাই।

প্রথমত ঃ আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা। (অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটা ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে।) ধর্মভিত্তিক জীবন যাপন করতে হলে, ধর্মগ্রন্থ বুঝতে হলে, আন্তর্জাতিক মুসলিম কৃষ্টি-কালচারাল ও তাহযীব-তামাদ্দুনের সাথে সম্পর্কে স্থাপন ও সংরক্ষণ করতে হলে আরবী ভাষা শিখা উচিত।

দ্বিতয়ত ঃ পার্শ্ববর্তী বাংলাভাষী পশ্চিমবঙ্গ হতে স্বতন্ত্র ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে আরবী ভাষা শিখা দরকার। নিম্নোক্ত উদ্বৃতিটি প্রণিধান যোগ্য; “বাবা সকল, তোমরা বাঙ্গালী হিসেবে টিকতে পারবেনা। টিকতে পারবেনা কখনও। তোমরা ভাষাকে ব্যবহার করেছ হাতিয়ার হিসেবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ হওয়ার সাথে সাথে ঐ হাতিয়ারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন যদি স্বাধীন ভাবে টিকতে হয়, তোমাদের আমি যে কথা বলব, তা তোমাদের মনঃপুত হবে না। তোমরা আমার কথা শুনলে চটবে। ইন্ডিয়া চটবে। তোমাদের বাধ্য হয়ে শেষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কারণ একদিকে তোমরা বল যে এই বাঙ্গালী কালচার তোমাদের কালচার। আবার ঐ পশ্চিম বাংলা থেকে তোমরা স্বতন্ত্র হয়ে থাকবে কি করে? কোন শক্তির জোরে তোমরা টিকে থাকবে এখানে, এটা হতে পারে না। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং তোমরা যে বাঙ্গালী কালচারের কথা বলছ তার মধ্যে তোমাদের Contribution কিছুই নেই। তোমরা সামান্য কিছু করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নজরুল ইসলামের দান। এছাড়া তোমাদের কিছুই নেই। কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে তোমরা একটা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে পার না।” (বসন্ত চ্যাটার্জী, দ্রস্ট্রব্য ‘সেবার’ চতুর্থ বার্ষিকীর স্মারক)

উর্দু নয়, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য অবশ্যই আরবীকে আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয়ত ঃ পেট্রোডলারের অবদানে আজ সমস্ত বিশ্বে আরবী ভাষার গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

আরবী ভাষা আজ অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ২২টি আরব দেশ ছাড়াও আফ্রিকার বহু দেশে আরবী ভাষা প্রচলিত।

চতুর্থ ঃ আমাদের দেশের প্রবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক আরব দেশগুলিতে চাকুরীরত। যদি ইংরেজীর পরিবর্তে আগে থেকেই আমাদেরকে আরবী শিখানো হত, তবে এসংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যেত। অথচ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কারণে তার তুলনায় ইংল্যান্ডে কিংবা অন্যান্য দেশে একান্তই নগন্য সংখ্যক বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস হিসেবে ইংরেজীর গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। বিশেষ সরকারী কর্মসুচীর মাধ্যমে ইংরেজী এবং অন্যান্য প্রাচীন ও পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকাবলীকে বাংলা ভাষায় অনুদিত করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পুরো জাতির উপর একটি ভাষার বোঝা না চাপিয়েও পারা যাবে।

হিসাব বিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন মৌলিক ধারণা দিতে হবে যা এসব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সহায়ক হবে। সামরিক বিজ্ঞান ক্যাডেট কলেজের মানে শিখানো হবে।

প্রতি বিষয়ের পাস নম্বর হবে ৪০%। প্রাথমিক স্তরের ন্যায় সকল ছাত্রছাত্রীকেই পাস করানোর ব্যবস্থা থাকবে, যতবারেই হউক। কমপক্ষে ৫০% নম্বর ধারীগণই পরবর্তী স্তরে ভর্তির দরখাস্ত করতে পারবে। পরবর্তী স্তরকে 'শেষ স্তর' বলা যেতে পারে, কারণ এ স্তরেই সবার পাঠ্যজীবনের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করতে হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনী বিষয়ের পাঠ্যসুচী ও শিক্ষা জীবনের কোন সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

মাধ্যমিক স্তরের পর আর অধিক যারা পাঠ্য জীবন চালাতে পারবে না, তারা কোন একটি পেশা বেছে নেবেন। তাদের থেকেই দেশের তৃতীয় শ্রেণি সরকারী বেসরকারী অফিসিয়াল কর্মচারী নিযুক্ত হবেন। একান্তই কেউ যদি এমনিতে কোন কর্মসংস্থান না পাবেন, তারা কোন একটি বৃত্তিমূলক বিদ্যা শিখে তার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান খুঁজে নেবেন এবং তাও সরকারী শ্রম পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে হবে।

উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদেরকে ১৭ বৎসর বয়সে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং কমপক্ষে এক বৎসরের জন্য নামমাত্র সুযোগ সুবিধায় নিতে হবে।

একটি বিষয়ের প্রতি আমি সুধী মন্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করা জরুরী মনে করি। আমার আলোচনায় আমি প্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক স্তর অন্তর্ভুক্ত করিনি। আমি মনে করি এ স্তরটির প্রয়োজন নেই। কারণ প্রচলিত এ স্তরের বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই, কোন সামাজিক স্বীকৃতি কিংবা মূল্যও নেই। এটিকে উচ্চতর স্তরের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রস্তুতি পর্বটি স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে জীবনের লক্ষ্য অর্জনে উদ্দেশ্যহীনতা ও ব্যর্থতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ প্রস্তুতি পর্বের প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান মাধ্যমিক স্তরেই অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপরও যদি অধিকতর Specific ধারণা দরকার কেউ মনে করেন, তবে respective বিষয়ের উচ্চতর স্তরে ভর্তির পর ছয় মাস/ এক বৎসর Pre-Course হিসেবে Oriented করিয়ে মূল বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন। তাতে সময় বাঁচুক বা না-ই বাঁচুক, Aim in life divert, হওয়ার বা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কোন ছাত্র SSC-তে ভাল Result করল, কিন্তু HSC-তে কোন কারণে ভাল Result না হওয়াতে তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেল না, তাতে তার ভবিষ্যত জীবনে হতাশা নেমে আসে, সে অন্য কোন বিষয়েও তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না; বলা যায় একটি প্রতিভা ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণেই মাধ্যমিক স্তরের পরপরই এ Aim in life-নির্বাচিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের Deficiency সেখানেই recover করে নেওয়া উত্তম। তাতে জীবনের উদ্যম ব্যাহত হবে না।

নিম্নোক্ত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী উচ্চতর স্তরে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা রাখা উচিত

১। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ জাতীয় সংখ্যাতত্ব ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক, গবেষক, বেসামরিক কর্মকর্তা, কুটনীতিক, সাংবাদিক, ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ লাইনের প্রয়োজানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের Seat নির্ধারণ করা হবে এবং তার অধিক ভর্তি করানো হবে না। তার ফলে পাস করার পর কেউ বেকার থাকবে না।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্য থেকেই জাতিকে দেশে বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করার উপযোগী ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসবে। কাজেই এখানে সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাই কমপক্ষে ৭৫% নম্বর ধারীগণ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দরখাস্ত করতে পারবে, লিখিত ও মৌখিক ভর্তি পরীক্ষার পর সীমিত সংখ্যক ছাত্রের ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে।

২। চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ঃ এসব টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তিজীবি বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করে। তারা কদাচিৎ জাতিকে দেশে বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের টেকনিক্যাল লাইনের পারদর্শিতাই তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি বহন করবে। কাজেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৬০% নম্বর ধারী ছাত্ররাই দরখাস্ত করবে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাপেক্ষে তাদের ভর্তি করানো হবে। তারা দেশের Skilled worker হবেন। তাদের বিদেশে রপ্তানীর Target থাকবে। ফলে দেশের প্রয়োজনের বেশীও তাদের ভর্তি করানো যেতে পারে। সরকারী চাকুরী না পেলেও তাদের কারিগরী জ্ঞান দ্বারা দেশে বিদেশে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবেন।

মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে Master degree সনদ প্রদান করা হবে। তার জন্য তাদের সবার পাঠ্য সময় ৬ বৎসর হওয়া উচিত। অতঃপর এম ফিল কোর্স ২ বৎসরের এবং পিএইচডি কোর্স আরো ৪ বৎসরের থাকা বাঞ্চনীয় হবে। অতঃপর উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কর্মসূচী থাকবে যার কোন সময় সীমা থাকবে না। সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা এ শ্রেণির গবেষকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে যেন তারা নিশ্চিন্তে গবেষণা চালিয়ে জাতির জন্য কিছু অবদান রাখতে পারেন।

৩। মহাবিদ্যালয় ঃ আইন, প্রকৌশল প্যারামেডিকেল, সাংবাদিকতা বাণিজ্যিক, ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, সামরিক, মেরিন, ভূতত্ব, শূণ্যজগত, শিক্ষকতা, অডিটিং, কম্পিউটারিং, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি সর্বপ্রকার পেশায় স্নাতক ডিগ্রী দেওয়ার জন্য কমপক্ষে ৫০% নম্বরধারীগণ এসব কলেজে ভর্তি হবে। তাদের শিক্ষার মেয়াদ ৪ বৎসর হবে।

এখানে জাতীয় সংখ্যাতত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে।

৪। ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ঃ উপরোক্ত বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা ভর্তি হতে পারবে না, তারা সবাই ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবেন, বিভিন্ন কারিগরী শাখা-প্রশাখায়। এরাই হবেন দেশের মূল যন্ত্র। দেশের সামগ্রিক যন্ত্রাদি তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তাদের মাধ্যমে প্রতিটি ঘর কারখানায় পরিণত হবে। এসব ইনস্টিটিউটে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখা ঠিক হবে না। যতদূর সম্ভব সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে যত বেশী সম্ভব এ জাতীয় ইনস্টিটিউট যত্রতত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এ ব্যাপারে চীন, কুরিয়া, জাপান, তাইওয়ানের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ের প্রচুর অর্থ বিদেশে 'অলস' পড়ে আছে, অলস বলা ঠিক হবে না,কারণ আমাদের পুঁজি পতিদের টাকায় বিদেশীদের ব্যবসা- বাণিজ্য চলছে। দেশে যদি সরকার বিনিয়োগের নিরাপত্তা দিতে পারেন এবং সুযোগসুবিধা প্রদান করেন তবে ক্ষুদে পুঁজিপতিদের সমবায় উদ্যোগ এবং দেশের প্রচুর জনশক্তির সমন্বয়ে পুরা দেশকে কারখানায় পরিণত করা কঠিন কিছু নয়। কারিগরী অগ্রগতি ব্যতীত আমাদের মত জনবহুল দেশের বাঁচার উপায় নেই এ জাতীয় উদ্যোগ যদি সফল করা যায়, তখন আমাদের মানুষগুলো বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হবে। আমাদের যথার্থ উদ্যোগের অভাবে আমাদের অর্থ ও মস্তিষ্ক উভয় বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এ Outflow কে ঠেকাতে না পারলে দেশে একটি নিম্নমানের residual থেকে যাবে, যা না দেশকে বিদেশে সম্মান জনকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে, না দেশকে আর্থ-কারিগরী দিক দিয়ে উন্নত করতে পারবে। ফল হবে, বেঁচে থেকে ও বিশ্বে একটি মৃত জাতি হিসেবে আমরা চিহ্নিত হব। বড়ই লজ্জার ব্যাপার এই যে আমাদের বড় বড় পুঁজিপতিরাও হয়তো দেশে বিদেশে ঠিকাদারী অথবা হাউজিং ব্যবসায় তাদের অর্থ ও সামর্থ খাটাচ্ছেন, কোনরূপ উৎপাদনমুখী, উদ্ভাবনীময় কার্যক্রমে আদৌ মনোযোগ দিচ্ছেন না। একটা জাতির জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে। সরকারের সৎ একনিষ্ঠ উদ্যোগ ও সহযোগিতা পেলে উক্ত ধনিক শ্রেণির সবাই না আসলেও প্রবাসী বিদেশী মুদ্রা উপার্জনকারীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের অর্থ দেশে বিনেয়াগ করতে পছন্দ করবেন।

Wondershare PDFelement

Remove Watermark Wondershare PDFelement

দেশে নির্ভরশীল বিনিয়োগ ব্যবস্থা না থাকায় সুদ পছন্দ না করা সত্ত্বেও অনেকেই বিদেশে টাকা জমা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।

আমার বিবেচনায় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় পূর্ণগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ দেশের নেতৃত্ব, প্রশাসন, সংস্কৃতি, সংস্কার ও গবেষণা এ প্রতিষ্ঠানেরই সফল উৎপাদনের করায়ত্বে। আমি যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা রাখতে চাই, তাতে বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আলীয়া মাদ্রাসা, ক্বাওমী মাদ্রাসা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল পাঠ্যক্রম-অধীত হবে। স্বতন্ত্রভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকবে না। অবশ্য এটা সময় সাপেক্ষ ও তদুপযুক্ত সরকারের উপস্থিতিতে সম্ভব হবে।

বেসামরিক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ একাডেমীর (COTA) সংস্কার

ভূমিকার বক্তব্যের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই 'কোটার' সংস্কার প্রয়োজন। মূলত ঃ 'কোটার' শিক্ষাই পরবর্তীতে কর্মকর্তাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে থাকে। অধিকন্তু দেশের সংস্কারের বাস্তব চাবিকাঠি এসব বেসামরিক কর্মকর্তাদের হাতেই থাকে। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত করতে হলে কোটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেও সংস্কার করতে হবে।

বর্তমান যুগে পরধীনতার ছোবল, উপনিবেশিকতার ধরণ অদৃশ্য। অর্থাৎ ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র বজায় রেখেই উপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করে। দু'একটি ব্যতিক্রমধর্মী দেশ ব্যতীত প্রায় সব দেশই কোন না কোন প্রভাব বলয়ে অন্তর্ভুক্ত। প্রভাবমুক্ত থাকা আজ নিঃসন্দেহে এক কঠিন কাজ। একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ও রবুবীয়াতের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীই বৃহৎ শক্তি- প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় এ জাতীয় দৃঢ় ঈমান হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

যা কোটার ট্রেনিং-এর সময় অধিকতর শক্তিশালী করে কর্মক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব দিয়ে ছাড়তে হবে। তবেই আশা করা যায় আমাদের সত্যিকার স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে। ঈমান বা মুসলমানীত্ব যদি সঠিক অর্থে অর্জিত না হয়, তবে যথার্থ স্বাধীনতা থাকবে না, স্বাধীনতার নামে প্রহসন চলবে। কাজেই আমরা এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি ঃ ইসলামই স্বাধীনতার সংরক্ষক, স্বাধীন মুসলিম জাতি না হয়ে আমাদের গত্যন্তর নেই।

উপরিউক্ত লক্ষ্যটি প্রথমত ঃ সরকারী নীতিমালা হতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ সরকারী প্রশাসন যন্ত্র উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুরোটাই ইসলামী হতে হবে। কোটার সংস্কারের পূর্বশর্ত সেখানকার Trainee নির্বাচন। আমার মতে তা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় Faculty থেকে উত্তম ইসলামী চরিত্র দেখে বাছাই করা উচিত। এক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা:)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি সামনে রাখা যেতে পারে।

"সর্দার বা নেতা নির্বাচিত অথবা কর্মকর্তা নিয়োজিত হবার পূর্বে তোমাদের তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন অবশ্যই হাসিল করতে হবে।"

এখানে তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন হাসিল করার অর্থ কেবল মাত্র এলম হাসিল করাই নহে, বরং কুরআন ও রাসূলের (দ:) সুন্নত তথা হাদিসের ভিতরে সমুদয় আধ্যাত্মিক বিষয়াদিসহ জাগতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যে আলো দান করা হয়েছে, এবং আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার যে সব সমাধান তাতে দেওয়া হয়েছে এবং রাসূল (দ:) পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে, তাবেয়ীগণের যুগে ও তাবয়ে তাবেয়ীগণের যুগে পরবর্তী সমস্যাসমূহের যেসব সমাধান তারা কুরআন ও হাদিসের আলোকে দান করে গিয়েছেন সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একটি করে আয়ত্ব করতে হবে এবং এসবকে জ্ঞানের মূলধন রূপে হাতে নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে, যাতে সে মূলধনরূপী জ্ঞান প্রদীপের আলোতে সম্মুখবর্তী প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় এবং সর্বস্তরেই ন্যায়, অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ বিচার বিশ্লেষণ করা সহজ হয়, খলীফা ওমর (রা:) কর্তৃক এ আদেশ জারীর পর হতেই তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন হাসিলের ট্রেনিং প্রথা চালু হয়েছিল।

Remove Watermark Wondershare PDFelement

নৈতিক ট্রেনিং-এর সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল।

দুঃখজনক হল এ যে, আজ আমরা পুরো উল্টো চলছি। তখন কেবল নৈতিক ট্রেনিং হতো বলে হযরত ওমর (রাঃ) বৈষয়িক ট্রেনিং সংযোগের তাগিদ দিয়েছিলেন; আজ আমাদেরকে বৈষয়কি ট্রেনিং-এর সাথে নৈতিক ট্রেনিং সংযোগ করতে হবে। সাথে সাথে 'কোটা' 'নিপা'-এর ট্রেনিং-এর দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তন করতে হবে। স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ জনগণের সেবক হবেন। প্রভু নন। জনগণের সমস্যাকে জনগণের সহযোগিতায় সরকারী উপকরণ দিয়ে সমাধান করাই হবে তাদের কাজ এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি কল্পে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে সরকারী কর্মসুচী বাস্তবায়ন করবেন।

Wondershare PDFelement